W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 139 /WBHRC/SMC/2017

Date: 13 04.2017

Enclosed is the news item appearing in 'Dainik Statesman' a Bengali daily dated 13.04.2017, captioned ' তোলা না দেওয়ায় বিচারাধীন বন্দিকে মারধরের অভিযোগ'

ADG & IG Prison, West Bengal is directed to furnish a detailed report by 19th May, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M. S. Dwivedy)
Member

Encl: News Item Dt. 13.04. 17

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and to send a copy of the order to concerned news paper and uploaded in the website.

দৈনিক স্টেটসম্যান ২৩/৪/২০১

পরিষদের সহসভাপতি গৌরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, ভুল বোঝাবুঝির কারণে আগের দিন সব সদস্য ছিলেন না। ফলে বাজেট পাস হয়নি। এদিন গরিষ্ঠতা প্রমাণ দেওয়া হলেও যাঁরা উপস্থিত হননি, তাঁরা উন্নয়ন চান না বলে ধরে নিতে হবে। এখন যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা দলই নেবে।

তৃণমূলের জেলা সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, জেলার মানুষের উন্নয়নের জন্যই রাজনীতি করা। জেলা পরিষদের কাজের মাধ্যমেই গ্রামাঞ্চলের উন্নতি হবে। যাঁরা আসেননি তাঁরা উন্নয়ন চান না। সমস্ত রিপোর্ট রাজ্য নেতৃত্বকে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবেন। বিষয়টি নিয়ে অনুপস্থিত তৃণমূল সদস্যদের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

তোলা না দেওয়ায় বিচারাধীন বন্দিকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ১২ এপ্রিল— তোলা না দেওয়ায় এক বিচারাধীন বন্দিকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল জেলকর্মী ও আধিকারিকদের বিরুদ্ধে। আহত ওই বন্দি বর্তমানে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে ইংরেজবাজার থানা ও মানবাধিকার কমিশনে অভিযোগ জানানো হয়েছে। ওই বন্দির নাম নূর আলম সবজি (২৯), বাড়ি চাঁচোলে। একটি মারামারির ঘটনায় চাঁচোল থানার পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। তাঁকে মহকুমা আদালত গত মাসের ২২ তারিখ জেলা সংশোধনাগারে পাঠায়। মঙ্গলবার আদালত তাঁর জামিন মঞ্জুর করে। ওই বন্দির অভিযোগ, তাঁর পরিবারের সদস্যরা সন্ধ্যায় জামিনের কাগজ নিয়ে জেলা সংশোধনাগার থেকে ছাড়াতে কর্মী ও আধিকারিকরা ১০ হাজার টাকা দাবি করে। কিন্তু তাঁদের কাছে টাকা না থাকায় জেলকর্মীরা তাঁকে ছাড়তে রাজি হননি। এরপর গভীর রাতে তাঁকে জেলের মধ্যেই বেধড়ক মারধর করা হয়। অজ্ঞান হয়ে গেলে তাঁকে মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠায়। ঘটনাটি জানাজানি হলে ওই বন্দির পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্ত জেলকর্মীদের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানা ও মানবাধিকার সংগঠনগুলির দ্বারস্থ হন।

জেলার বিশিষ্ট আইনজীবী তথা মানবাধিকার কর্মী মৃত্যুঞ্জয় দাস বলেন, ঘটনাটি খুবই ন্যক্কারজনক। এর আগেও জেল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ এসেছে। ঘটনাটি নিয়ে তাঁরা ইংরেজবাজার থানা ও পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন। যদি কোনও ব্যবস্থা না হয়, তাহলে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানান তিনি। গোটা বিষয়টি নিয়ে অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটেছেন জেলা সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ।

মা'কে ডাইনি অপবাদ দেওয়ার